Purba Bardhaman Zilla Parishad
Court Compound, 713101
Phone No.: 0342-2662400 (Office)
Email: zp_bwn@yahoo.com

স্মারক সংখ্যা- ২৯৬ / ফেরী / পি. বি. জেড. পি. তারিখ – ১৬/০৬/২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের অধীন মঙ্গলকোট ব্লকের অন্তর্গত অজয় নদীর উপরে কোঁয়ারপুর ফেরীঘাটটির প্রকাশ্য নিলাম

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ-এর অধীনে মঙ্গলকোট ব্লকের অন্তর্গত অজয় নদীর উপরে কোঁয়ারপুর ফেরীঘাটটি জিলা পরিষদের অনুমোদিত বাৎসরিক দরে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের নিমিত্তে ইজারা বন্দোবস্তের জন্য প্রকাশ্য নিলামে উপস্থিত থাকার আহ্বান করা যাইতেছে। প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে আগামী তিন (০৩) বৎসর অর্থাৎ ১লা জুলাই ২০২৬ থেকে ৩০শে জুন ২০২৯ পর্যন্ত ইজারা দেওয়া হবে। প্রকাশ্ থাকে যে, প্রত্যেক ডাকদাতাকে ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা জামিন জমা বাবদ জমা রাখিয়া ডাকে অংশগ্রহন করিতে হইবে। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে ডাক শেষ হইবার পরে ডাকের সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হইবে। অন্যথায় জামিন জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। অসফল ডাকদাতাদের জামিন জমার অর্থ জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ অনুমতিক্রমে ডাক শেষ হবার পর ফেরত দেওয়া হইবে। কোন কারন না দর্শাইয়া জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ আংশিক বা সাময়িক ডাক বাতিল করতে পারবেন। পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের অনুমোদন বা কার্যাদেশ দেওয়ার পর উক্ত ফেরীঘাটের দখল দেওয়া হইবে।

ফেরীঘাটের বিবরন	:-	মঙ্গলকোট ব্লকের অন্তর্গত অজয় নদীর উপরে কোঁয়ারপুর ফেরীঘাট।
প্রকাশ্য নিলামের স্থান, তারিখ ও সময়	:-	পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ অফিস, ২৫/০৬/২০২৬(মঙ্গলবার) বেলা ১২ ঘটিকা।
বাৎসরিক সর্বনিম্ন ডাক অর্থ	:-	৪৪০০/- (চার হাজার চার শত) টাকা।

উপরিউক্ত ফেরীঘাটটির প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহনকারীকে নিম্নলিখিত শর্তাবলীগুলি মানিয়া প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহন করিতে হইবে:-

১) ফেরীঘাট ইজারা নিতে ইচ্ছুক কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম /স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী [কো-অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম বলতে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের ১৯৯১ এর ২৬৬ ধারা অনুযায়ী গঠিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম বোঝাবে) এবং ব্যক্তি বিশেষকেও ডাকে অংশগ্রহনের সুযোগ দেওয়া হবে। উক্ত লীজের জন্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের জন্য উল্লিখিত তারিখে, ডাক শুরুর ১ ঘন্টা পুর্বে নিজ নিজ পরিচয়পত্রের প্রত্যয়িত নকল (ভোটার, আধার ও প্যান কার্ড) এবং অন্যান্য নথিসহ আবেদনপত্র (সাদা কাগজে অথবা নিজস্ব প্যাডে লিখে) জিলা পরিষদের নির্ধারিত স্থানে জমা দিবেন। **প্রকাশ্য নিলামের জন্য কমপক্ষে চার (০৪) জন অংশগ্রহণ কারী আবশ্যক।**

২) উপযুক্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম এবং ব্যক্তি সাধারন প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহন করিতে পারিবেন।

৩) ইচ্ছুক ব্যক্তিগন নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের পূর্বে ঘাটের অবস্থান, নদীর প্রকৃতি, উভয় দিকের রাস্তা ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করিয়া আবেদনপত্র জমা দিবেন। পরে এই বিষয়ে কোন ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৪) প্রকাশ্ থাকে যে, উপরিলিখিত পরিমান আমানত বাবদ অগ্রিম জমা অর্থ সফল ডাকদাতার ক্ষেত্রে কার্য্যকাল মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত জমা রাখিতে হইবে। যারা আমানত বাবদ অগ্রিম জমার টাকা আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা করবেন কেবলমাত্র তাঁরাই উক্ত প্রকাশ্য নিলামে অংশ নিতে পারবেন। জামিন জমার টাকা নগদে জমা করতে পারবেন।

পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ পরিচালনাধীন উল্লিখিত ফেরীঘাটটি ১লা জুলাই ২০২৬ থেকে ৩০শে জুন ২০২৯পর্যন্ত অর্থাৎ তিন (০৩) বছরের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। উক্ত ঘাটের জন্য সর্বোচ্চ দর সেই ঘাটের ১ম বৎসরের জন্য ডাকের অর্থ হিসাবে ধার্য হবে, ১ম বৎসরের ধার্য ডাকের অর্থের উপর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ ধার্য হবে, ২য় বৎসরের ধার্য ডাকের অর্থের উপর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে তৃতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ ধার্য হবে।

৬) প্রথম সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে ডাকের সম্পূর্ণ অর্থ ডাকের দিনেই নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের নামে জমা দিতে হইবে। দ্বিতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ (বর্ধিত হারে) ১৫ই মে ২০২৭ এবং তৃতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ (বর্ধিত হারে) ১৫ই মে ২০২৮ এর মধ্যে নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের নামে জমা দিতে হইবে।

৭) যদি প্রথম সর্বোচ্চ ডাকদাতা ডাকের দিনেই সম্পূর্ণ অর্থ মিটিয়ে দিতে না পারে, তবে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে ২য় সর্বোচ্চ ডাকদাতাও যদি সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দিতে না পারেন তবে তৃতীয় সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে সুযোগ দেওয়া হবে এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। তবে যদি পাশাপাশি ডাকদাতার মধ্যে খুব বেশী টাকার পার্থক্য থাকে বা ১ম, ২য় ও ৩য় সর্বোচ্চ ডাকদাতা সম্পূর্ণ দরের অর্থ মিটিয়ে দিতে অপারগ হন, তবে সে ক্ষেত্রে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ডাক প্রক্রিয়াটি বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবেন। সর্বোচ্চ ডাকদাতা সম্পূর্ণ অর্থ জমা না দিলে আমানত বাবদ অগ্রিম জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ২য় ও ৩য় ডাককারীকে অনুরূপ সুযোগ দেওয়া হবে। আমানত বাবদ অগ্রিম জমার টাকা বাজেয়াপ্তর ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযুক্ত হবে।

৮) অসফল ডাকদাতাদের জামিন জমার টাকা সচিব, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ মহাশয়ের বিবেচনা মত ডাক শেষ হবার পর ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তি /সংস্থা পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের শর্তানুযায়ী ঘাট ঠিকমত চালাতে পারেন নাই তাঁদের ডাকে গ্রহণ করা যাবে না।

৯) কোন কারণ না দেখিয়ে আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে জিলা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গন্য হবে।

১০) যে সব ডাকদাতা ঘাট দখলের সুযোগ পাওয়ার পর ঘাট নিতে অস্বীকার করবেন তাঁদের আমানত বাবদ জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে, কোন প্রকার প্রতারনার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হবেন এবং ঘাট নিলাম হলে তাতে জিলা পরিষদের যে ক্ষতি হবে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

১১) যদি কোন ডাকদাতা নিজ নাম গোপন করে কাল্পনিক নামে আবেদন করেন অথবা নোটিশের বা এগ্রিমেন্টের শর্ত অথবা জিলা পরিষদের আদেশাদি পালন না করেন অথবা অন্য কোন প্রকারে জিলা পরিষদকে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছেন বলে প্রমানিত হয় তবে তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবেন।

১২) যিনি / যারা ইজারাদার নিযুক্ত হবেন তিনি / তাঁরা ইজারা পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে ১০ (দশ) টাকা মাত্র Non-Judicial Stamp- এ জিলা পরিষদের নির্দিষ্ট চুক্তিপত্রে চুক্তি সম্পাদন করবেন অন্যথায় ঘাটের দখলি পরোয়ানা দেওয়া যাবে না এবং যিনি এই পরোয়ানা না নিয়ে ঘাট দখল করবেন তিনি অনধিকার প্রবেশের জন্য দণ্ডনীয় হবেন।

১৩) পূর্বতন ইজারাদারের টাকা বাকি থাকলে তিনি আবেদনপত্র জমা করতে পারবেন না।

১৪) ফেরীঘাট-এর নিলাম জিলা পরিষদের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর দখল দেওয়া হইবে। যদি কোন ফেরীঘাট এর নিলাম ডাক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পায় তাহা হইলে পুনরায় নিলাম ডাকা হইবে ও নিলাম ডাকের আইন মোতাবেক কার্যকর হইবে। ফেরীঘাট ইজারা বিলি জিলা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

১৫) মাসুলের হার শর্তাবলী ও সমস্ত নিয়ম কানুন নিম্নরূপ :-

ক) ফেরীঘাট পারাপার করার জন্য দক্ষ মাঝি ও দাঁড়সহ উপযুক্ত নৌকা রাখতে হবে। নৌকা মেরামত,নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, দাঁড়ী, দক্ষ মাঝি, ইত্যাদি রাখবার ব্যয় ও দ্বায়িত্ব ইজারাদারকে বহন করতে হবে।

খ) রাত্রিকালিন ফেরী চলাচল করতে ঘাটের দুইপাশে এবং নৌকাতে আলোর বাবস্থা রাখতে হবে।

গ) নৌকাতে ওঠা এবং নামার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ) ঘাটে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ইজারাদারকে ফেরীঘাটের আইন ও আইনের সমস্ত নিয়মগুলি যা বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে তা পালন করে ঘাট চালাতে হবে।

চ) ৩০/০৮/২০২৪ তারিখে জিলা পরিষদের অর্থসংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভার ৭.২১ সংকল্প অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত হারে অধিক মাসুল আদায় করা যাবে না। (সংযুক্ত)

ছ) ফেরীর সময়সূচি, ভাড়া, বহনক্ষমতা ইত্যাদি বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

জ) ফেরীর বহনক্ষমতা ও পর্যাবৃত্তি অনুযায়ী টিকিট বিক্রয় করতে হবে যাতে ক্ষমতার বেশী যাত্রী পারাপার না করেন।

ঝ) নৌকায় উঠা নিয়ন্ত্রন করতে নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশপথ রাখতে হবে এবং সময়ের আগে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবেশ আটকাতে তা তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

ঞ) নৌকার বহনক্ষমতা প্রবেশপথ ও নৌকার গায়ে বিজ্ঞাপিত করতে হবে

ট) ঘোষণা করার জন্য একটি যান্ত্রিক গণ – ঘোষনা ব্যবস্থা (Public Address System) রাখতে হবে যাতে ফেরীর আগমন ও প্রস্থান বহনক্ষমতা প্রবেশ নিয়ন্ত্রন করা ইত্যাদি বিষয় সময়ে সময়ে ঘোষনা করা যায়।

ঠ) ঘাটে নৌকা ভেড়ার আগে ঘাটে যাত্রীদের প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

ড) প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফেরী বন্ধ রাখতে হবে।

ঢ) নৌকায় প্রয়োজনীয় প্রাণরক্ষার সরঞ্জাম অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আলো ও সিগন্যাল রাখতে হবে।

ণ) প্রতিটি যাত্রীবাহী নৌকাতে লাইফ জ্যাকেট সহ আনুসাঙ্গিক সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক।

ত) প্রতিটি ফেরীঘাটে অবশ্যই ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডুবুরি এবং মাঝি (খেয়া পারাপারের জন্য) রাখা বাধ্যতামূলক।

থ) শিশু সহ যে সমস্ত যাত্রী সাঁতার জানেন না তাদের নৌকায় উঠার আগে লাইফ জ্যাকেট বা সেফটি বেল্ট পড়ানো বাধ্যতামূলক।

দ) পারাপারকারী যাত্রীদের অবশ্যই টিকিট দেওয়া বাধ্যতামূলক। ৭ বছর পর্যন্ত শিশুদের কোন ভাড়া নেওয়া চলবে না, কিন্তু তাদের পাশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

ধ) প্রতিটি ফেরীঘাটের প্রবেশপথ ও বাহিরপথের গেটে তালা ও চাবির ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

ন) নৌকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী ওঠার পর গেট বন্ধ করে দিতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমান কর্মচারী নিয়োগ বাধ্যতামূলক।

প) পরিবহন ব্যবস্থার মতো নিয়ম করে প্রতিটি নৌকায় ফিটনেস পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক।

ফ) স্নানের ঘাট ও যাত্রী পারাপারের ঘাট অবশ্যই আলাদা করতে হবে।

ব) নৌকায় মাঝি সহ সমস্ত কর্মচারীর সচিত্র পরিচয় পত্র ফেরিঘাটে রাখা বাধ্যতামূলক।

ভ) প্রতিটি ফেরীঘাটে এবং নৌকাতে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

ম) নৌকাপিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আলাদা ফাইল রাখা বাধ্যতামূলক।

য) ২৪ ঘণ্টা ফেরীঘাটে কর্মচারী থাকা বাধ্যতামূলক।

র) যাত্রী নামা ওঠার জন্য উপযুক্তও নিরাপদ ব্যবস্থা রাখতে হবে

ল) ফেরীঘাটে প্রতিটি নৌকার ক্রমিক সংখ্যা লেখা রাখা বাধ্যতামূলক।

ব) ফেরীঘাটে একজন নৈশপ্রহরী রাখা বাধ্যতামূলক।

ভ) লীজ গ্রহীতাকে ফেরীঘাটের সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসের সাথে দুরাভাষে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বদা রাখা বাধ্যতামূলক।

শ) স্থানীয় প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন যে কোন সময় ফেরীঘাটের ব্যবস্থাদি সরজমিনে তদারকি করতে পারে এ বিষয়ে ইজারাদারকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

সচিব
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা – ২৭৬/২২/পি.বি.উন্নয়ন.বিভা. তারিখ – ১৮-০৬-২০২৫

প্রতিলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল মাননীয় :-

কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত কার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/উপ সচিব, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/ জিলা বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/নির্বাহী আধিকারিক, মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতি/ আর্থিক নিয়ামক ও মুখ্য হিসাব আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/ অতিরিক্ত উপ সচিব, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ / **ডি.আই.এ., পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ মহাশয়কে ওয়েব সাইট** http://www.burdwanzp.org **/** http://www.bardhaman.nic.in **–তে সম্প্রচারের জন্য প্রেরিত হল** / জিলা পরিষদের নোটীশ বোর্ড -এ প্রকাশ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।/ ডি এ, (বাস্তুকার বিভাগ)/ আপ্ত সহায়ক সভাধিপতি, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/ আপ্ত সহায়ক জেলা শাসক, পূর্ব বর্ধমান ও নির্বাহী আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/ আপ্ত সহায়ক অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

সচিব
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

পুর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের অর্থসংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির ৩০/০৮/২০২৪ তারিখের সভার ৭.২১ সংকল্প অনুযায়ী ফেরীঘাট গুলিতে পারাপারের জন্য মাশুল আদায়ের হার

ক্রমিক সংখ্যা	বাক্তি/বস্তু	পরিমাণ	ভাড়ার পরিমান (টাকা)
১	প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি জন (১০ কেজি মালপত্রসহ)	১	৫.০০
২	সাইকেলসহ প্রতি জন	১	৬.০০
৩	মোটর সাইকেল সহ প্রতি জন	১	১৫.০০
৪	রিক্সা/ভ্যান (খালি)	১	৭.০০
৫	রিক্সা/ভ্যান ভর্তি)	১	২০.০০
৬	পশু যেমন- গরু/মহিষ ইত্যাদি	১	১.০০
৭	মালবাহী পন্য (১১ কেজি থেকে ৫০ কেজি)		১৫.০০
৮	মালবাহী পন্য (৫০ কেজি থেকে ১০০ কেজি)		২০.০০
৯	ছোটো চার চাকা	১	১৫০.০০
১০	লরি/বাস-	১	৭০০.০০
১১	খালি লরি	১	৩০০.০০
১২	কলেজ ও স্কুলপড়ুয়া	১	২.০০
১৩	**কোনো ভাড়া আদায়করা যাবে না:-**		জন প্রতিনিধি, জিলা প্রশাসনের আধিকারিক, জিলা পরিষদের সমস্ত কর্মচারী (যানবাহন সহ সরকারী কাজে), ৭ বছরের কম বয়সি শিশু, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং আপাতকালিন যানবাহন